যায়যায়দিন

তারিখ 16 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ক্লাসরুমের চেয়ে শিক্ষক চেম্বার বেশি

এম মামুন হোসেন ও আদনান মনোয়ার হুসাইন

দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আবাসন সমস্যা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। নতুন শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই আবাসিক সুবিধা না পেয়ে হতাশ। একটা সিটের জন্য তারা ধরনা দিচ্ছে নেতাদের কাছে। তিন বছর ধরে হলে সিট দিতে না পারায় গেস্টরুম, হল সংসদ রুম, রিডিং রুম, নামাজের ঘর, ইনডোর স্পোর্টস রুম, ডাইনিং রুম এমনকি দোকানের জন্য বরাদ্দকৃত স্পেসও শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য বরাদ্দ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবাসন সমস্যা মোকাবেলায় প্রশাসন বাড়তি পরিবহনের ব্যবস্থা করলেও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের নিয়মিত 'বাদুর ঝোলা' হয়েই ক্যাম্পাস আসতে হচ্ছে। এছাড়া ক্লাসরুমের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চেম্বার তুলনামূলক বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি ছাত্র ও পাঁচটি ছাত্রী হলের সবগুলোতেই সমস্যা রয়েছে। জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ আল বেরুণী হলে দুই বছর আগে সংস্কার করা হলেও রুমগুলোর দরজা-জানালা এখনো ভাঙা, দেয়ালে প্লাস্টার নেই, ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। নিচতলার রুমগুলো সারাবছরই থাকে স্যাঁতসেঁতে। হলের তিনপাশে জলাবদ্ধতা থাকায় হলের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। হলটির বর্ধিত ভবনটিতে সমস্যা আরো প্রকট। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে মীর মশাররফ হোসেন হলও। ছাদ চুয়ে পানি পড়াসহ দেয়াল ও মেঝেতে ফাটল রয়েছে। হলটিতে দুটি করে ডাইনিং, ক্যান্টিন ও কমনরুম থাকলেও সেগুলোর বেহাল দশা বিরাজ করছে। মওলানা ভাসানী হলে প্রায়ই থাকে

ক্লাস : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

ক্লাস : রুম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না পানি ও বিদ্যুৎ। নকশায় থাকলেও তৈরি হয়নি হলটির রিডিং রুম। একইভাবে শহীদ সালাম বরকত ও কামালউদ্দিন হলের প্রশাসনিক ভবন না থাকায় শিক্ষার্থীদের আটটি কক্ষ অফিসরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আল বেরুণী ও প্রীতিলতা হলে সারাবছরই এরকম গণরুম দেখা যায়। আল বেরুণী হলে রিডিং রুমকে গণরুম বানানো হলে ডাইনিংয়ের এককোণে পেপার রুম স্থান পায়, সেখানেই রয়েছে ইনডোর স্পোর্টসের ব্যবস্থা। প্রীতিলতা হলে একইসঙ্গে চলে ডাইনিং, কমনরুম এবং গণরুম।

ছাত্রীদের নওয়াব ফয়জুন্নেসা ও ফজিলাতুন্নেসা হলের অবকাঠামোগত সমস্যাসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন অবহেলা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন ছাত্রীরা। ছাত্রীরা বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে হল কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিলেও নানা বাজে মন্তব্যের শিকার হওয়ার ঘটনাও ঘটে। ছাত্রী হলে ফ্যান, লাইট লাগাতে ইলেক্ট্রিক কর্মচারীদের দিতে হয় ৫০ টাকা। বখশিশ ছাড়া সিকগার্ল বা সিকবয়দের দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না। ছাত্র হলে সিকবয়রা শুধু ছাত্রনেতারা ডাকলে কাজ করে। ছাত্রী হলে সন্ধ্যার পর সিকগার্লদের ডিউটিতে পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬টি বিভাগের সব ভবনেই ক্লাসরুমের তুলনায় শিক্ষকদের চেম্বার বেশি। ফলে ক্লাস শিডিউল নিয়ে শিক্ষার্থীদের ঝামেলা পোহাতে হয়। কম্পিউটার ল্যাব বাবদ ফি নেয়া হলেও তা ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের রয়েছে নানা বিধিনিষেধ। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বাসায় দুই বছর আগে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হলেও হলগুলোয় ছাত্রছাত্রীরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

পরিবহন বাজেটের স্বচ্ছতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। অতীতে বহুবার এ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও সেসব বিষয়ে কোনো সুষ্ঠু তদন্ত করা হয়নি। শিক্ষকরা পরিবহনের জন্য দীর্ঘদিন মাইক্রোবাসের দাবি করে এলেও সে দাবিও পূরণ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে ১০টি বাস, আটটি মাইক্রো, ছয়টি কার, দুটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। চলতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আলোচনায় পরিবহন সেক্টরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক রক্ষণাবেক্ষণের খাত হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ খাতে চলতি বাজেটে ভর্তুকি ৩ কোটি ৯০ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসার জন্য একটি নামমাত্র মেডিকেল সেন্টার রয়েছে। প্রতি বছর এ খাতে বিশাল অর্থ বরাদ্দ থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ থেকে তেমন কোনো সুফল পায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

দেশের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সব শিক্ষার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য- কথাটি স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শরীফ এনামুল কবির বলেন, আবাসন সমস্যা রয়েছে। তিনি জানান, ছেলেদের জন্য একটি নতুন হল নির্মাণ করা হচ্ছে। মেয়েদের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হবে। দুই বছরের মধ্যে আবাসন সমস্যা অনেকটা কমানো সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।